ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যুবদলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

সেসময় জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম আনন, নাসের আহম্মেদ সোহাগ, আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবুল বাশার বাশি, সাংগঠনিক মোস্তাক আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ সোহেল, সদর থানা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্য সচিব জুলফিকার আলী ভুট্টো, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মামুন, সদস্য সচিব মুক্তার হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে যুবদলের নেতাকর্মীরা এইচ এস এস সড়ক, পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, কেসি কলেজ এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক, ড্রেন ও আশপাশের জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। একই সঙ্গে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে ফগার মেশিন নিয়ে মশক নিধন ঔষধ স্প্রে করেন। পাশাপাশি বাসাবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করেন।

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান ৮২ লাখ টাকার মালামাল

জব্দ

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্যসহ ৮১ লাখ ৭০ হাজার ৬৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিজিবির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধীন দর্শনা, মুন্সিপুর, বড়বলদিয়া, মুজিবনগর, বুড়িপোতা, রুদ্রনগর, জগন্নাথপুর ও ঠাকুরপুর বিওপির টহল দল সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করে।

জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৬৮ বোতল ভারতীয় মদ, ১০৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাপ সিরাপ, ৭ হাজার ৬৮০টি ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, বিভিন্ন ধরনের ৪ হাজার ৫৯০টি ভারতীয় ওষুধ, ৬৩০টি ভারতীয় ইনজেকশন, ৩৬টি সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট ও ২০টি ভায়াক্রাম ট্যাবলেট জব্দ করে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী ও বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১১

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত বিশেষ অভিযানে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পৃথক এসব অভিযানে ট্যাপেন্টাডল, ইয়াবা, গাঁজা, গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও দুটি চোরাই ছাগল উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাদকসেবন, মাদক বহন, চোরাই ছাগলসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও পুরোনো মামলার আসামি রয়েছেন।

গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—আলমডাঙ্গার আনন্দধাম এলাকার হৃদয়

ছেলে সাব্বির হোসেন ওরফে আকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দুই পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত বেলগাছি গ্রামের আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু এবং পুরোনো মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার মাছুম বিল্লাহ ওরফে আকাশ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদক ও অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান আছে। যেখানেই মাদক বা অপরাধের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারী ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ আরও কঠোরভাবে কাজ করবে।”

ডোপ টেস্টের খরচ মেটাতে পুলিশের নাভিশ্বাস

মাদকের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নিয়মিত অভিযান,সন্দেহভাজনদের আটক এবং ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকসেবন শনাক্ত করে নেওয়া হচ্ছে আইনগত ব্যবস্থা। এতে মাঠপর্যায়ে পুলিশের তৎপরতা যেমন বেড়েছে,তেমনি বাড়ছে মামলা ও আসামির সংখ্যাও।

তবে মাদকবিরোধী এই অভিযানের আড়ালে তৈরি হয়েছে নতুন এক চাপ। আটক ব্যক্তিদের ডোপ টেস্ট করাতে প্রতি পরীক্ষায় ব্যয় হচ্ছে ৯৫০ টাকা। আর সরকারি বরাদ্দ না থাকায় এ অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নিজের পকেট থেকে।

জেলা পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে,চলতি বছরের ১৪ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৪ দিনে জেলার বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা শাখায় সামারী ট্রায়ালে মোট ১৭৫টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় আসামি

হয়েছেন ২২২ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী,১৪ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত ১৭ দিনে মামলা হয়েছে ৩৩টি,আসামি হয়েছেন ৪৪ জন। আগস্ট মাসে অভিযানের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এ মাসে মামলা হয়েছে ১২৭টি এবং আসামি হয়েছেন ১৫৮ জন। সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে আরও ১৫টি মামলা হয়েছে,যাতে আসামি হয়েছেন ২০ জন।

জুলাইয়ের ১৭ দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৫টি মামলায় ৫ জন,কালীগঞ্জে ৬টি মামলায় ৮ জন, শৈলকুপায় ১৪টি মামলায় ১৯ জন,হরিণাকুণ্ডুতে ১টি মামলায় ১ জন, কোটচাঁদপুরে ১টি মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) ৬টি মামলায় ১০ জন আসামি হন।

আগস্টে ঝিনাইদহ সদর থানায় ২৭টি মামলায় ৪২ জন,কালীগঞ্জে ১৬টি মামলায় ১৮ জন,শৈলকুপায় ৫৫টি মামলায় ৫৭ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ৬টি মামলায় ১০ জন, কোটচাঁদপুরে ৭টি মামলায় ৯ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ১৬টি মামলায় ২২ জন আসামি হয়েছেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৩টি মামলায় ৩ জন, কালীগঞ্জে ১টি মামলায় ৩ জন, শৈলকুপায় ৯টি মামলায় ৯ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ১টি মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ১টি মামলায় ৩ জন আসামি হয়েছেন। এ সময়ে কোটচাঁদপুরে কোনো মামলা হয়নি।

৫৪ দিনের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে শৈলকুপা থানায়। ১৪ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে মোট ৭৮টি মামলায় ৮৫ জন আসামি হয়েছেন। একই সময়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৩৫টি মামলায় ৫০ জন,কালীগঞ্জে ২৩টি মামলায় ২৯ জন,হরিণাকুণ্ডুতে ৮টি মামলায় ১২ জন, কোটচাঁদপুরে ৮টি মামলায় ১০ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ২৩টি মামলায় ৩৫ জন আসামি হয়েছেন। আসামীদেরকে ১৫ দিন থেকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ব্যক্তির মাদক গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ডোপ টেস্ট এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে।

কাউকে আটকের পর তাকে হাসপাতালে নেওয়া,নমুনা সংগ্রহ,পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করা এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধসহ পুরো প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদেরই সামলাতে হচ্ছে।

মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে ডোপ টেস্ট করানো হচ্ছে।

প্রতিটি পরীক্ষায় খরচ হচ্ছে ৯৫০ টাকা। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সামনে নিয়মিতভাবে ডোপ টেস্ট চালিয়ে যেতে হলে প্রতিটি পরীক্ষার খরচ যদি পুলিশ সদস্যদের নিজেদের বহন করতে হয়,তাহলে বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ডোপ টেস্টের জন্য যদি সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয় অথবা হাসপাতালে বিনামূল্যে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করা যায়,তাহলে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা সম্ভব হবে। এতে মামলার সংখ্যা যেমন বাড়বে,তেমনি মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যরাও আরও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

‘দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬’ কর্মসূচি উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে প্রচার-পূর্ব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রুপায়ন দেব।

সভায় নির্বাহী অফিসার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে সকাল ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (তদন্ত) সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

মেহেরপুর ডিবি ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে প্রতারণার চার মামলায় গ্রেপ্তার ৭

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগে চারটি মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা আত্মসাৎ, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার পশ্চিম চরদরবীশ লমাঝাড়া পাড়ার মো. কালুর ছেলে মো. তালিপ (২০), কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার মিয়ারপাড়া এলাকার শাহাব উদ্দিনের ছেলে জয়ানল (৩৪), নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার পশ্চিম দৌলতপুর এলাকার মৃত ফজলুল হকের ছেলে আবুল কালাম (৬৭), কক্সবাজারের রামু উপজেলার পানিরছড়া এলাকার মোহাম্মদ কাউছার (২৪), কক্সবাজার সদর উপজেলার খরুলিয়া এলাকার মকবুল আহমেদের ছেলে মো. মিরাজ (২৫), টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন দক্ষিণপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে নুরুল আবছার (৩৩) এবং কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার নুরপুর গ্রামের মৃত আলমগীরের ছেলে মো. ইসমাইল মীর (২৪)।

পুলিশ জানায়, মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের মামলায় দুজনকে, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার মামলায় একজনকে, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার মামলায় একজনকে এবং অপর একটি টেলিগ্রাম প্রতারণার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ক্রাইমের একটি টিম। টিমের ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে গ্রেপ্তার সাতজনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা রেল ইয়ার্ডে চাঁদা না দেওয়ায় এক সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ীর অফিস ও বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ২১ জনের নাম উল্লেখ করে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়। এ ঘটনায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আরও চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদাবরী হাইস্কুলপাড়ার আওয়ামী লীগ কর্মী তসিমউদ্দীন, প্যানেল কোটের মামলায় শ্যামপুর গ্রামের মানিক মিয়া, জয়নগর গ্রামের কাস্টমসপাড়ার মদন আলী এবং পরানপুর গ্রামের নাজমুল ইসলাম।

এছাড়া অন্যান্য মামলায় আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেন ও জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। জিআর মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আতিয়ার রহমান এবং বেগমপুর কলোনিপাড়ার ইব্রাহীমকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে গ্রেপ্তার আট আসামিকে চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ।

মেহেরপুরের টেংরামারি বাজারে মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারি বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি সারের দোকানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে

সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স না থাকা, সার বিক্রির রেজিস্টার সংরক্ষণ না করা এবং অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে টেংরামারি বাজারে শরিফুল ইসলামের সারের দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় দোকানে প্রায় ৪০ বস্তা সার মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অভিযানে দেখা যায়, শরিফুল ইসলামের সার বিক্রির কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। একই সঙ্গে দোকানে সার বিক্রির প্রয়োজনীয় কোনো রেজিস্টারও পাওয়া যায়নি। এছাড়া তিনি সরকারি অনুমোদিত কোনো ডিলার বা সাব-ডিলার নন বলেও অভিযানকালে জানা যায়।

অভিযানে আরও বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬-এর ৮(১) ধারায় দোকান মালিক শরিফুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

মোবাইল কোর্টের এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম।

সারের মতো কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ অনুমোদিত নিয়মে ও ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করছেন স্থানীয়রা।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৯ জন এবং নিয়মিত মামলার ৩ আসামিসহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ

কর্মকর্তা ও সদস্যরা গত সোমবার রাতভর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গ্রেপ্তাররা হলেন দর্শনা চণ্ডীপুরের রানা (৩০), রেজাউল হক (৩৫), রবিউল ইসলাম (৬০), দক্ষিণ চাঁদপুর টাওয়ারপাড়ার আমিরুল ইসলাম (৪৫), বাড়াদি পশ্চিমপাড়ার বিল্লাল হোসেন (১৯), আকন্দবাড়ীয়া নতুনপাড়ার সাইফুল ইসলাম ওরফে ফিল্টু (৩৫), রামনগর দাসপাড়ার মোখলেছ হোসেন (২২), বেগমপুর পুরাতনপাড়ার শরিফুল ইসলাম
(২৬) ও ধান্যঘরা গ্রামের আল মিরাজ।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল।

এ ছাড়া দর্শনা থানায় দায়ের করা নিয়মিত মামলায় রাজশাহীর রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ গ্রামের রুবেল শেখ (৩৭), গোদাগাড়ী থানার নারায়ণপুর গ্রামের সুমন খান ওরফে পারভেজ (৩৮) এবং দর্শনা প্রতাপপুরের মিরাজ হোসেন ওরফে তুফানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি নিরাপদ ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

মেহেরপুর র্যাবের অভিযানে বিপুল ভারতীয় সিরাপ ও নগদ টাকা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সিরাপ, নগদ টাকা ও মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলসহ ইমন আহম্মেদ (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া এলাকায় এ

অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ইমন আহম্মেদ উপজেলার নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুনপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় ইমন আহম্মেদকে আটক করা হয়।

পরে তাঁর কাছ থেকে ৫৪২ বোতল স্ক্যার্ফ সিরাপ ও ১১০ বোতল উইনক্যারেক্স সিরাপ, মোট ৬৫২ বোতল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাঁর হেফাজত থেকে নগদ ১৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

উদ্ধার করা সিরাপগুলো ভারতীয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে এসব সিরাপ বাংলাদেশে এনে মাদক হিসেবে সরবরাহ বা বিক্রির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার উৎস নিয়েও তদন্ত চলছে।

র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও পরিবহন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবারের অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সিরাপ, নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল আইনগত প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আটক ইমন আহম্মেদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ)/৩৮/৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।